[(S.G.D.Rs. [illegible] ma. 8l. [illegible] [illegible]
[illegible] - Jessore? - [illegible]
Khulna - [illegible] -
Dina - Khaia. [illegible])]

৪ঠা কার্তিক, ১৩৩৩,

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ।

[illegible]
[illegible] ।

[[illegible]
[illegible]]

[illegible] 13-3-26. Evening. [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 1000 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

সৌরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে
লেখা বিভূতিভূষণের চিঠিপত্র

[বিশেষ বিজ্ঞপ্তি : তৃতীয় খণ্ডে ঘোষণা করা হয়েছিল নুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখাবিভূতিভূষণের পত্রাবলীর শেষ কিস্তি চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হবে। পত্রাবলীর প্রাপ্তিজনিতকিছু অসুবিধার কারণে সেগুলি এ-খণ্ডে প্রকাশিত হলো না, পরবর্তী খণ্ডে প্রকাশিত হবে। এজন্যে আমরা দুঃখিত।

পরিবর্তে এখানে সৌরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (বিভূতিভূষণ সৌরীন্দ্রনাথ লিখেছেন)লেখা বিভূতিভূষণের ৩৩ খানি চিঠি প্রকাশ করা হলো। তাঁকে বিভূতিভূষণ আরও চিঠিলিখেছিলেন বলে জেনেছি, কিন্তু সেসব হারিয়ে গেছে। এই চিঠিগুলি নিয়ে সৌরেন্দ্রনাথ 'সহজমানুষ বিভূতিভূষণ' নামে একটি পত্রসঙ্কলন প্রকাশ করেন (১৩৭৫)। তাতে সংযুক্ত একটি ঠিকানা থেকে তাঁর একমাত্র জীবিত কন্যাসন্তান শ্রীমতী বকুলরানিচট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হই। আসানসোল-নিবাসিনী এইমহিলা অনুগ্রহ করে বিভূতিভূষণের লেখা বেশির ভাগ চিঠিই আমাকে দেন। সেইচিঠিগুলি পড়ে এবং 'সহজমানুষ বিভূতিভূষণ' পত্র-সঙ্কলনের মুদ্রিত চিঠিগুলি মিলিয়েদেখতে গিয়ে চরম বিভ্রান্তির সম্মুখীন হই। পত্রপ্রাপক মূল পত্রগুলি প্রকাশকালে যথেচ্ছ পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করেছেন। যা বিভূতিভূষণ লেখেননি, তাওনিজের ভাষায় তিনি লিখে চিঠির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ফলে মূল চিঠিগুলিই এখানেমুদ্রিত করা হলো।

সৌরেন্দ্রনাথ নিজে একজন সাহিত্যিক ছিলেন। বসুমতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, প্রভাতীপ্রভৃতি নানা পত্রিকায় তাঁর গল্পাদি প্রকাশিত হয়েছিল। 'সর্বংসহা' প্রভৃতি একাধিকগ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। বিভূতিভূষণ-পত্নী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় (কল্যাণী) তাঁকে দাদাএবং তাঁর স্ত্রীকে দিদিভাই বলে ডাকতেন। বহুবার তাঁর কাছে— সাঁওতাল পরগণারমলুটিতে-যাবার ইচ্ছা বিভূতিভূষণ প্রকাশ করলেও সেখানে তাঁর কোনওদিনই যাওয়াসম্ভবপর হয়নি।

বিভূতিভূষণ সৌরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁকে গল্প লেখার জন্যে কখনও কখনও প্লট পর্যন্ত দিয়েছেন। এমনই একটি গল্প 'ঋণমুক্তি'—কথাসাহিত্য মাঘ ১৩৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। একটি চিঠিতে এই প্লট দেবার কথাপাঠক জানতে পারবেন। ২-২-৫০ তারিখের চিঠিতে যে 'যাতায়াত' উপন্যাসের কথা আছে, তা আসলে 'অনশ্বর' উপন্যাস। হয়তো 'যাতায়াত'নামে তা প্রকাশের কথাভেবেছিলেন। এই চিঠিতে জওহরলাল Birthday Volume-এ বিভূতিভূষণের যেলেখার কথা আছে, সেটি জওহরলালের ৬০ তম জন্মবার্ষিকীতে প্রকাশিত হয় এবংএতে জনৈক অজ্ঞাত অনুবাদক কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে The Consolation গল্পটি মুদ্রিত হয় (দ্রঃ The Abhinandan Granth 1949)। ১২-১২-৪৯ তারিখেরচিঠিতে উল্লিখিত মিঃ সিংহ হলেন যোগেন্দ্রনাথ সিংহ— বিভূতিভূষণের বন্ধু এবং 'পথের পাঁচালিকে বিভূতিবাবু' নামক হিন্দি গ্রন্থের রচয়িতা।

—নির্বাহী সম্পাদক।

(১)

ঘাটশিলা
গৌরীকুঞ্জ
বৃহস্পতিবার
9.9.48.

প্রীতিভাজনেষু,

আজ অন্নপথ্য করিব। আপনার খামের চিঠির উত্তরে সব লিখিয়াছি। আমিযেখানেই থাকি দেশের ডাকঘরে আমার সে ঠিকানা দেওয়া থাকে। তাহারাই সব চিঠি আমাকে পাঠাইয়া দেয়। আপনি ভাবিবেন না। আপনাদের লাইব্রেরিতে আমি একখণ্ড 'হে অরণ্য কথা কও' উপহার দিব। আমি কলিকাতায় গিয়া উহার বন্দোবস্ত করিব।প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুন।

ভবদীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পুনশ্চ :—]

'দৈনিক বসুমতী'তে কে আমার ঠিকানা ছাপিয়েছেন জানি না, তিনি নিশ্চয় খবররাখেন না আমি গত ৪/৫ মাস কোথায় আছি। আমি গয়া জেলার বারকাট্টা নামকনির্জন স্থানে গত একমাস ছিলাম। কেবল ১৫ই আগস্ট কলিকাতা যাই All India Radio-তে বক্তৃতা দিতে। তারপরে পুনরায় বারকাট্টা যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পুজোর সময় লেখার তাগিদের জন্যে ওখানে যেতে পারিনি। যে বইখানি sketch বারকাট্টায় বসে করছিলাম তা এখনো লিখিনি। বারকাট্টা গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোডের ওপরে। পাহাড় ওঅরণ্য P.W.D, বাংলোর অতি নিকটেই। রোজ রাত্রে বাঘের ডাক শুনতাম। ধনেশ পাখি ডাকতো, করমগাছের হলদে ফুল ঝরে পড়ে থাকতো বাংলোর কম্পাউন্ডে, জ্যোৎস্না উঠতো বনের মাথায়, এমন সুন্দর লাগতো আমার। আবার সেখানে যাবো পুজোর পর।

(২)

ঘাটশিলা

গৌরীকুঞ্জ,

B.N.R. (সিংভূম)

Bibhuti Bhushan Bandyopadhyaya

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি দিন দুই আগে পেয়েছি। কিন্তু আমার জ্বর হওয়ার দরুন উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল। আমি গত বৈশাখ মাস থেকে ঘাটশিলাতে আছি, দেশে এর মধ্যে আর যাইনি। আপনার চিঠির অনুরূপ আর একখানি চিঠি আপনার সঙ্গেই পেয়েছি। একটু বিস্মিত হতে হোল। আপনাদের সাহিত্যবিষয়ে উৎসাহ অসাধারণ। আমাদের সময় আমরা বই পড়তাম, লেখককে চিঠি লেখার কথা চিন্তাও করিনি কোনদিন। আজকাল এ জিনিসটা কিছুটা বেড়েছে সন্দেহ নেই।

মহাকাব্য আমরা কি লিখবো, আসল মহাকাব্য লিখেছেন ভগবান। কিন্তু সে অখণ্ড মহাকাব্যের পাঠক আজও পর্যন্ত তিনি পাননি। তবে যুগে যুগে এক আধজন আসেন পৃথিবীতে, যাঁরা খণ্ড অংশ পড়েই গীতিকাব্যের রস পান, যেমন, সেই ঋষি যিনি বলেছিলেন—পশ্য দেবস্য কাব্যং নমমার নর্জীয্যতি— কিংবা রবীন্দ্রনাথ, শেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, উপনিষদের ঋষিরা।

আপনাদের আনন্দ দিতে পেরেছি এই কি আমার শ্রমের চরম সার্থকতা নয়?

'উপেক্ষিতা'র কথা অনেকদিন পরে আপনি মনে পড়িয়ে দিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ররায় ঐ গল্পটি পড়ে আমায় একখানা চিঠি লিখেছিলেন—সেখানা আজও আমার কাছে আছে।

পুস্তক প্রকাশকরা সকলেই খুব ব্যবসায়ী। নিজেদের লাভের দিক ভালো করে বুঝেনানিয়ে কেউ বই ছাপতে চাইবে না। তাদেরও দোষ নেই—অতিরিক্ত ব্যয় বেড়ে গিয়েছে ছাপাই ও বাঁধাই-এর।

এক জায়গায় আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠান হবে আগামী ২৯শে ভাদ্র, মঙ্গলবার। তাদের একটা নৈর্ব্যক্তিক নিমন্ত্রণ পত্র তারা আমায় পাঠিয়েছে। অর্থাৎ আমায় নিমন্ত্রণ করছে আমারই নাম নিয়ে। আশ্চর্য আমি এই চিঠি আপনাকে পাঠালুম—আপনি ওদের একটা বাণী পাঠিয়ে দেবেন।

আমার হাতের লেখা খারাপই, তবে এতটা খারাপ নয়। এটা আমার কয়েকদিনের অনাহারজনিত দুর্বলতার ফল। সেজন্যে মার্জনা করবেন।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ভবদীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

ঘাটশিলা

৭.১০.৪৮

সবিনয় নিবেদন,

সৌরীন্দ্রবাবু, অনেকদিন পরে কাল ঘাটশিলা এসেছি। এতদিন কলকাতা এবংদেশের বাড়িতে ছিলাম। বনগ্রামের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে সেদিন যোগ দিতে পারিনি,কারণ, ঐ দিন কলকাতায় একস্থানে আমার জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রবোধ, তারাশংকর, কালিদাস রায়, সুনীতিবাবু প্রমুখ একত্র হয়েছিলেন, একত্র বসে ভোজন করবার ব্যবস্থা থাকার দরুনই সব গোলমাল হয়ে গেল—তাঁরা আমায় যেতে দিলেন না। সবাই বসে আড্ডা দেওয়া যাচ্ছিল—আমারও আর যেতে ইচ্ছে হয়নি। দেশের বাড়িতে তারপর গেলেও বনগাঁ যাইনি।

পূজার পর শিমুলতলা ও সেখান থেকে কাশী যাবার ইচ্ছে আছে। আপনি মাঝে মাঝে পত্র দেবেন। আমি পত্রে আপনাকে আমার ভ্রমণের বর্ণনা জানাবো।

প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুন। আশা করি কুশলে আছেন। আপনাদের গ্রামে ক'খানাপুজো এবার? এখানে আমাদের পাড়ায় জাঁকের সঙ্গে দুর্গোৎসব হচ্ছে। কালিদাস নাগ এসেচেন—ওঁকে নিয়ে একদিন বিজয়া সম্মেলন করা যাবে ভাবছি।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

ঘাটশিলা

৺বিজয়া

দশমী

12.10.48

প্রীতিভাজনেষু,

বিজয়ার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন। এই পত্র পাবার আগেই আমি আপনাকেএকখানি পত্র দিয়েছি। তাতে সবই লিখেছি। আমি বনগাঁ সভাতে উপস্থিত থাকতে পারিনি। সেখানে সভা ভালই হয়েছিল। পবিত্র গাঙ্গুলী সভাপতি ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়প্রধান অতিথি ছিলেন। বনগাঁর S.D.O. অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। বনগাঁকলেজের বাংলার অধ্যাপক শৈলেন দত্ত আমার রচনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন।মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন আমার সম্বন্ধে। আপনারপ্রেরিত বাণীটি পঠিত হয়েছিল বলে শুনিনি। ওরা পায়নি বোধহয়। যদি ওর নকল থাকে এক কপি আমাকে পাঠাবেন কি?

এখানে ডঃ কালিদাস নাগ এসেছেন, প্রমথ বিশী, অধ্যাপক অরুণ সেন, অধ্যাপকবিজন ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন চক্রবর্তী—সবাই এসেচে। খুব বেড়াচ্চি ও গল্প করচি।আগামীকাল বিজয়া সম্মেলন হবে নদীর ধারে জ্যোৎস্নায়। আমারই প্রস্তাব। শালবনেনদীতীরে জ্যোৎস্না রাত্রে বনশ্যাম প্রকৃতির কোলে বন্ধু-সম্মেলন ও কুশল প্রশ্নের আদানপ্রদান। ভালো না? দেশে ২ দিনের জন্য গিয়েছিলাম। শীঘ্রই শিমুলতলা ও কাশীযাবো। এখন ভাল আছি।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৫)

ঘাটশিলা

২৩.১০.৪৮

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি এইমাত্র পেলুম। আপনার আগের দীর্ঘ পত্রখানি (যাতে মলুটিগ্রামের বর্ণনা ছিল) সেদিন কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে প্রবোধ সান্ন্যাল পড়লোআগাগোড়া। ওর বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল লক্ষ্মীপূজার। পড়ে আপনার চিঠিখানারপ্রশংসা করে বললে—"চিঠিখানা বাজে চিঠি নয়, যে লিখেছে সে লিখতে জানে।"

'হে অরণ্য কথা কও' বইখানা পাঠাবার ব্যবস্থা করব কলকাতা গেলে এবংদোকান খুললে।

বনগ্রামের চিঠিতে জানলাম আপনাদের চিঠি সেখানে পৌঁছয়নি। ঠিকানা ভুল হয়েথাকবে।

আমি একবার যাবার চেষ্টা করবো আপনাদের গ্রামে। বর্ণনা পড়ে দেখবার ইচ্ছেহচ্ছে।

এবার আমার ভালো গল্প ক'টির তালিকা দিচ্চি —

(১) হিংয়ের কচুরি (গল্পভারতী)

(২) সংসার (দিগন্ত)

(৩) বন্দীকবি (পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা)

(৪) দাদু (বসুমতী)

(৫) কালচিতি (যুগান্তর)

(৬) অনুশোচনা (কল্যাণশ্রী)

পড়ে আপনার মতামত লিখবেন। প্রবোধ সান্ন্যাল আপনাকে গুণী ও রসিক লোক বলেছে সেদিন। দু'দুবার আপনার চিঠিখানা সে পড়লো।

নমস্কার নিন। আমার আবার জ্বর হয়েছে আজ দু'দিন। দেশ থেকে পূজার আগেম্যালেরিয়া এনেছি বলেই মনে হচ্ছে। এখন এখানে থাকবো কালীপুজো পর্যন্ত।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৬)

ঘাটশিলা

১৮ই অগ্রহায়ণ '৫৫

প্রীতিভাজনেষু,

দেশ থেকে ফিরবার পথে কলকাতায় দু' একদিন থেকে আমি টাটানগর ওডিমলানালা (দলমা) গিয়েছিলাম। স্কুলের ছেলেদের আরণ্য শিবির পরিদর্শনের জন্য আমি ও প্রমথ বিশী গিয়েছিলাম টাটা থেকে মোটরে। পর্বতবেষ্টিত একটি সুবৃহৎ হ্রদ, পর্বত-সানুর ঘন বনানী গড়িয়ে এসে জলের ধার ছুঁয়েচে, ছোট্ট একফালি চাঁদ পাহাড়েরমাথায় উঠেছিল, আকাশ ছিল নক্ষত্রে ভরা, ছেলেরা শালবনে পরোটা তৈরী করছিল, বনাবৃত পাহাড়শ্রেণীর পটভূমিতে সে দৃশ্য কেমন অবাস্তব লাগছিল আমার মনে। সেখানে একটি বাংলোতে দিন কয়েক কাটিয়ে কাল বাড়ি ফিরেছি।

আপনার সব চিঠি আমি পেয়েছি। আপনি যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা পাঠিয়েছেনতা সত্যি আপনার মত লেখকের লেখনীর উপযুক্ত।

আমি আপনাদের দেশে যাবো বসন্তকালে পলাশফুলের শোভা দেখতে। এখন দিন কতকের জন্যে বেরুবো আবার দেশের দিকে। 'হে অরণ্য কথা কও'বইখানা আমিকলকাতা গিয়ে পাঠাবার কথা বলবো প্রকাশককে। আপনার বন্ধুত্ব আমার পরম গর্বও আনন্দের বস্তু। প্রীতি নমস্কার নেবেন। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭)

ঘাটশিলা

রবিবার

প্রীতিভাজনেষু,

কবি কালিদাস রায় সম্প্রতি আমাকে একটি কবিতা পাঠিয়েছেন, কবিতাটি যেকারণে আর কাউকে দেখানো যায় না, সে কারণ আপনি বুঝবেন। সেটি উদ্ধৃত করি শুধু আপনার অবগতির জন্যে—

ভ্রাতৃবরেষু,

দুরু দুরু ছোট বুক ছোট সুখ ছোট দুখ
তাই নিয়ে লিখিতেছ সারাটি জীবন।
বড় বড় দেশ ভরা ক্ষুধা শোক রোগ জরা
তার কথা লিখিতেছে কত শত জন।
এতটুকুসোনা দিয়ে হাতুড়ি ও ছেনি নিয়ে
গড়িছ কানের দুল করি ঠুক্ ঠুক্।
নিয়ে লোহা ইট কাঠ, ইমারত ফিটফাট
গড়িছে কতই তারা তাহাই গড়ুক।
রাজ মিস্ত্রীর কথা স্মরিয়া পেও না ব্যথা
ইমারতে সভা হবে ঘন জনতার
বাংলার ঘরে ঘরে বধূদের শ্রুতি 'পরে
শোভিবে তোমার দুল তুমি মণিকার।

শ্রীকালিদাস রায়।

হ্যাঁ, মলুটি যাব নিশ্চয়ই। তবে সরস্বতী পূজার সময় যেতে পারবো না। আমাদেরদেশের বাড়িতে প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজা হয়, আমাকে সেখানে থাকতে হবে। বসন্তকালে ও জ্যোৎস্নাপক্ষে ওখানে যাবে—গরম পড়বার আগেই।

আপনার অমায়িকতা আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করে। জানেন, আমার স্ত্রী বলছিলেনআমাকেও নিয়ে চলো মলুটি। আমি বল্লাম, অত ছোট ছেলে নিয়ে কি করে যাওয়াহবে? এক বছরের মাত্র খোকা। রামপুরহাট যাওয়াই তো কষ্ট! E.I.R. ট্রেনে আজকালবড় ভিড়। আমার কত জায়গা থেকে আমন্ত্রণ এসেছে শুনবেন?

(১) যশপুর স্টেটের এক ডাক্তারের কাছ থেকে। তিনি তাঁর গাড়িতে ওদিকের ওসরগুজা স্টেটের বন বেড়িয়ে নিয়ে আসবেন।

(২) সম্বলপুরে আমার এক ছাত্র, সে বলেচে বাসে সম্বলপুর থেকে মেরা সপ্তলী (১১৬ মাইল) নিয়ে যাবে। ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে রাজপথ।

(৩) ভিজাগাপটমে আমার ভাগ্নীজামাই থাকে, সে এই পুজোর সময়েও বলেগেল।

(৪) রাইপুর টাউনে আমার এক বন্ধু থাকেন, নাম হেমচন্দ্র হাজরা, বড় কন্ট্রাক্টারও ধনী। তিনি বলেন, তাঁর গাড়িতে ওদিকে ঘোরাবেন।

(৫) বাসড়া স্টেটে রাধা ফিল্মের মাধব ঘোষালের বন ইজারা নেওয়া আছে, তারাবলেচে সেখানে যেতে।

কিন্তু আপনার ওখানে যাওয়ার জন্যে আমার মন টানছে। এই বসন্তে নিশ্চয়ইযাবো। দু'জনে প্রকৃতির মধ্যে বসে ভগবানের নাম ও আলোচনা করবো। 'হে অরণ্যকথা কও' পাঠাবার জন্যে ওদের বলে এসেছি। গত ৬/৭ দিন কলকাতায় ছিলাম।সুনীতিবাবুর বাড়ি নববর্ষের পার্টি হোল। অনেক লোক ছিলেন—আমি, কালিদাস রায়, প্রবোধ সান্ন্যাল ছিলাম। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮)

ঘাটশিলা

শনিবার

প্রীতিভাজনেষু,

বন্ধুবর, চিঠি দু'খানাই পেয়েছি। আমি এখানে এসেচি একমাস পরে। 'হে অরণ্যকথা কও' দু'বার বলে পাঠিয়েছি পাঠাতে—আজও পাঠায়নি? যদি পাঠিয়ে থাকে তবে পড়ে কেমন লাগলো লিখবেন। আপনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সুহৃদ। আপনাদের দেশে যাবো, তবে কবে যে যাবো তা এখনো বলতে পারচিনে। আমাকেআবার যেতে হবে কলকাতায় ও দেশে। বাবলু ভাল আছে, আপনার বৌদিদি ভালআছেন। আমার বৌঠাকুরাণীকে নমস্কার জানাবেন। আপনার বৌদিদির বড় ইচ্ছে তাকে দেখতে। আপনার দেশ দেখতে। এখানে অনেক সাহিত্যিক এসেচেন, কাল তাদের সঙ্গে বহুদূর জঙ্গলে মোটরে বেড়াতে গিয়েছিলুম। বন্ধু, চিঠির জবাব তাড়াতাড়ি না পেলে মনে কিছু করবেন না। প্রীতি নমস্কার নেবেন।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৯)

ঘাটশিলা

৩.৩.৪৯

প্রীতিভাজনেষু,

বন্ধুবর, আপনার চিঠি পেয়ে খুসী হোলাম এই জেনে যে বইখানা আপনিপেয়েছেন। আপনার ভাল লেগেছে জেনে বড় আনন্দ পেলুম। বুদ্ধদেব বসুও বইখানাপড়ে আমাকে একখানা সুন্দর চিঠি লিখেচে—তাতে লিখেচে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরমধ্যে দিয়ে আপনি Divine worship-এ পৌঁছেছেন—এটা সাহিত্যে একটা নতুনজিনিস।

আমি কাল দেশে যাচ্চি। ২ বছর যাইনি। ওখানে গিয়ে একটু সুস্থ ঠাণ্ডা হয়ে পরে চম্পারণ যাবো একটা সভা করতে। আমি বলেছি—গরমকালে সভা কোরো না।আমার স্ত্রীর শরীর তত ভালো নয়। সে জন্যে বেশি ঘোরাঘুরি চলবে না। পরে আপনাদের ওখানে যাবো। বৌদিদিকে প্রণাম দেবেন। বড় সুন্দর সরল চিঠিখানালিখেছেন। আমাকে অত বড় করেন কেন? ওতে লজ্জা করে। আমি গরিব সাহিত্যিক, আপনার বন্ধু, এবং আপনার সমান। দেশের ঠিকানায় চিঠি দেবেন, আমি আগে চিঠিদিলে তবে। কলকাতায় শ্বশুরবাড়ি ৪দিন বিবাহ উপলক্ষে থাকবো, সেজন্য যাচ্চি।*

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়

---

*এই পোস্টকার্ডে প্রথমে লিখেছেন রমা বন্দ্যোপাধ্যায়।—নি.স.

(১০)

বারাকপুর
গোপালনগরP.O.
১৯ শে বৈশাখ, ১৩৫৬

বন্ধুবরেষু,

আজ একমাস হোল কার্বঙ্কল রোগে শয্যাগত। শরীর দুর্বল। তবে আগের চেয়েঅনেক সেরেচে। সেইজন্যেই আপনাকে চিঠি দিতে পারিনি। কিন্তু আপনি সন্ধান নেননি কেন? আপনার একখানা চিঠিও পাইনি এখানে এসে পর্যন্ত। আপনার ৭ই বৈশাখেলেখা চিঠি পেলাম আজ ১৯শে বৈশাখ। ডাক বিভাগে গত একমাস থেকে এইবেবন্দোবস্ত শুরু হয়েচে।

ভাই, রোগের যন্ত্রণায় শুয়ে শুয়ে ভাবচি বেনাগড়িয়া হাসপাতাল, চারিদিকে তারবনভূমি আর নীল পাহাড় শ্রেণী। আমি দেখতে পেলুম না।

আপনার খোকার হাত ভেঙে গিয়েছে শুনে বড় দুঃখিত হোলাম। ভাববেন না, সেরে যাবে শীগ্‌গির। বৌঠাকরুণের উচিত ছিল ছেলের দিকে নজর রাখা। যখন সে অত দুষ্টু ছেলে। আমার স্ত্রী এখানে নেই, আমার পিসতুতো বোনের ছেলের বিয়েতে কালবিকেলে বনগাঁ গিয়েচে। আমার এক খুড়িমা এখানে আছেন। এ দু'দিন তিনিইদেখাশুনা করচেন। ওরা যেতো না, আমিই জোর করে পাঠালুম।

কী সুন্দর কালবৈশাখীর আকাশ হয় রোজ বিকেলে। ভগবানের কি বিরাট শিল্পঅথচ তাঁকে কেউ চিনলে না। কালিদাস রায় এসেছিলেন দেখা করতে। গজেন, সুমথ এসেছিল। ঘাটশিলা থেকে আমার ভাই ও বৌমা এসেছিলেন।

প্রার্থনা করি খোকার হাত শীগগির সেরে উঠুক। তার আরোগ্য সংবাদ যেন পাই। কি জানি এ চিঠি কবে পাবেন। তারাশঙ্কর দার্জিলিংয়ে গিয়েছে। চিঠি দিয়েচে তার ছেলে সনৎ। হাওড়াতে তাকে মারধর করেছিল, ও লিখেচে। ভাই, চিঠি দেবেন ও খোকার কথা লিখবেন। বৌঠাকরুণকে বলবেন ছেলে সামলাতে।

ব্রহ্ম সর্বত্র, বেনাগড়িয়া ও বারাকপুরের বনভূমিতে।সন্ধ্যার সময় তাকে যেনপ্রত্যক্ষ করি এই বনভূমিতে।

(১১)

বারাকপুর
২৬ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬

প্রীতিভাজনেষু,

সত্যি বলচি, আপনার কথা ক'দিন খুব মনে হচ্ছিল। আমি ১০দিন পরে কালএখানে ফিরেচি কলকাতা থেকে। ফিরেই আজ আপনার পত্র পেলুম। আপনার বৌদিদি ও খোকা এখানে নেই, কলকাতায় আমার মামা শ্বশুরের ওখানে। সামনের সপ্তাহেআসবে। আপনার কাছে একটি অনুরোধ, ওদিকের বন-বর্ণনা করে একখানা পত্র দেবেন? মধ্যে মধ্যে এক আধখানি যা লেখেন ওদিকের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাতেই আমারমন নেচে ওঠে। কি সুন্দর আপনার বর্ণনার হাত! কুশলী শিল্পী আপনি।

আমার ঘা এখনো সম্পূর্ণ সারেনি। কলকাতায় পশুপতিবাবুকে পরশু দেখিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন ৬/৭ দিনে সেরে যাবে। বাড়িতে কেউ নেই—খাওয়া দাওয়ার একটুঅসুবিধা হচ্চে।

সোঁদালিফুলের কী দুলুনি ইছামতীর তীরের মাঠে বনে। ইচ্ছা করে কোথাও নাগিয়ে এই রূপচ্ছটা দেখি চোখ ভরে।

সেদিন লেডি রাণু মুখুয্যের বাড়ি একটা পার্টিতে নিমন্ত্রিত ছিলাম, সেখানে বসেবসে ইছামতীর ধারের বনানীর কথা ভেবেছি। আপনাকে আমার নতুন গল্পের বই 'জ্যোতিরিঙ্গণ' শীগগির পাঠাবো।

বৌঠাকরুণকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাবেন। খোকার দিকে নজর রাখতে বলবেন তাকে। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১২)

Bibhuti Bhushan Bandyopadhyaya 41 Mirzapur Street

Calcutta... 194

বারাকপুর

১০ই আষাঢ় ১৩৫৬

প্রীতিভাজনেষু,

বর্ষা নেমেছে কাল। ভীষণ গুমট পচা গরমের ঘর্মাক্ত রাত্রির অবসাদের পরে একি নবীন মেঘসজ্জা বনের মাথায়, সবুজ আউশ ক্ষেতের ওপরে, দিকে দিকে, গগন থেকে গগনান্তরে। ইছামতীর পারের বনে কচি মাকাল লতা পুষ্পিত সাঁইবাবলা শাখা থেকেনেমে জলের ওপর দুলচে, ঝাড় ঝাড় সোঁদালিফুল ঝুলচে মাঠে ঘাটে বনে সর্বত্র। পানকলসের কুচো সাদা ফুল ফুটেচে ইছামতীর কালো জলের পটভূমিতে, মেঘপদবীরকাছাকাছি কোথাও উড়নশীল পানকৌড়ির দল কালো মেঘের পাহাড়ের পাশ কাটিয়েসজল মেঘের উপত্যকা বেয়ে চলেচে বিশ্বান্তরের কোনো জগতের পানে যেন, জলে নাইতে নেমে যেন বিশ্বদেবের উপাসনা মন্ত্র আপনা আপনি কণ্ঠে এসে ভর করে। কিআনন্দ এই আকাশ, বাতাস, ফুল, ফল, মেঘ, পাখি, বিদ্যুৎ, শিশু, তরুণী এদের সৌন্দর্যেঅবগাহন করে—এদের মধ্যে সেই এক মহাদ্যুতিমান মহাকবিরই প্রকাশ—তাঁরই সৃষ্টশিল্প এ সব। তাঁরই স্বাক্ষর আঁকা নয় কি ওদের গায়ে?তিনিই শিশু হয়ে হাসেন, তিনিই ফুল হয়ে ফোটেন। বন্ধুবর, এই সত্যটি যেদিন অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতে পারা যাবে, সেই তো মুক্তি। আমিত্বের সংকীর্ণ সীমা পেরিয়ে অসীম অনন্তের প্রাঙ্গণে আত্মার সেদিন উদার অবকাশ বাধামুক্ত ও নিঃশঙ্ক হবে না কি? এই মন্ত্রেরই সাধনা করেএসেছিলুম চিরজীবন। চোখ বুজে ধ্যানস্তিমিত মনে যোগীরা তাকে উপলব্ধি করতেপারেন, সে তো আমাদের মতে সাধারণ মানুষের কর্ম নয়।

মানুষে বড় স্থূলধর্মী হয়ে পড়েছে বন্ধু, দেখে সত্যি এক এক সময় ভাবি আমরা রবীন্দ্রনাথকে পেয়েও হারিয়েছি—নইলে গাড়ি বাড়ির এত প্রলোভনে আমরা পড়ে গেলাম কেন? মোটরে চড়ে জীবনের রস তখনই পাওয়া যায়, যখন দ্রুত ধাবমান মোটরের উভয় পার্শ্বে প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তনশীল নব নব রূপ দেখি। যেমনদেখেছিলাম সারাণ্ডা অরণ্যে। বিশ্বদেবের বিরাট রূপে মন যেখানে খেই হারিয়ে ফেলতো, ইপোমিয়া ও লতাপলাশের রাঙা পুষ্পস্তবকের আড়ালে যেখানে তারহাসিমুখ উঁকি মারতো। নয়তো মোটর চড়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে

ঘোরাফেরাআর ‘বসুশ্রী’তে গিয়ে সিনেমার ছবি দেখা—এতই নেমে যাচ্ছি আমরা। টাকার দাসত্বকরচি না কি আমরা সারা জীবন অথবা খ্যাতির দাসত্ব? সর্ববন্ধনমুক্ত আত্মার আনন্দ যে কি তা আমরা কল্পনাতেও আনতে পারি না। মন্ত্রী হয়েও ঘুষ নিচ্ছি। কালোবাজারিদেরঅপরোক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন করচি, ভাগ্নে আর জামাইয়ের জন্য নতুন পদের সৃষ্টিকরচি মোটা মাইনের, আর হরদম ফাঁকা বিবৃতি ঝাড়চি কাগজে। এ পৃথিবীতেবিটকেলসুয়ার সে গম্ভীর আরণ্যশোভা, ইপোমিয়া ও চীহড়লতার সে পুষ্পসম্ভারদেখবার চোখ আছে কার? দেখবার গরজই বা পড়েচে কার? তিৎপহুবীফুলের ঝোপেভগবান যেখানে নিভৃত আসন বিছিয়েছেন, সেখানটা দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাই, অথচ তাঁকে দেখতে পাইনি কোনোদিন। কতকাল থেকে তিনি ঐ সামান্য তৃণাসনে বসেঅপেক্ষা করচেন অসীম ধৈর্যের সঙ্গে, প্রতীক্ষমাণ চেয়ে—আমাদের দায় পড়েছে তাঁর দিকে ফিরে চাইতে। আমাদের সময় নেই, টাকা রোজগার করার সময় যে বয়ে যাচ্ছে।সেই হোল সত্যিকার মিস্টিক, বাইরের জগৎ সমাজে যে উদাসীন, এর ‘ভালো’রটানেও সে বিঘ্নবোধ করে। নাম, যশ, পাণ্ডিত্য, এমন কী কবিপ্রতিভাও বিভূতিমাত্র— সিদ্ধি নয় সোপান। ঐখানে থেমে গেলে আর চরম ও পরম প্রাপ্তি ঘটে না।

আপনার প্রকৃতির চোখ আছে। আপনার বর্ণনার মধ্যে তার চিহ্ন সুস্পষ্ট। কেউমানে না তাই কি? কোনো কাগজ ছাপায় না তাই কি? আপনার নিজের আনন্দে লিখেচলুন।

একদিন শরতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে বনভূমিতে শালবোনা পাহাড়ের তলায় দু’জনে বসে গল্প করবো। ময়ূর নাচবে পাশের শিলাসনে, বনপুষ্পের রেণু বহন করে আনবে শিশিরার্দ্র বাতাসে। হয়তো বা দূর আকাশে একটা উল্কা খসে পড়বে।

আমার পিঠের ক্ষত আরোগ্য হয়েছে। কিন্তু বাবলুর দু’পায়ে Eczema মত ঘাহয়েছে, কিছুতেই সারচে না। কোনো ওষুধ জানেন?

‘জ্যোতিরিঙ্গণ’ পাঠাবো কলকাতায় গেলেই। বৌঠাকরুণকে নমস্কার ও খোকাকেস্নেহাশীর্বাদ জানাবেন। আপনি প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৩)

বারাকপুর

১৯শে শ্রাবণ, ১৩৫৬

সুহৃদ্বরেষু,

বন্ধু না হোলে কে খবর নেয় ব্যস্ত হয়ে। সত্যি, আপনার পত্র পেয়ে উত্তর দিতে দেরী হোল বলে লজ্জিত আছি। পূজারসময় এবার অন্য লেখা বোধ হয় লিখতে পারলাম না। 'ইছামতী' উপন্যাসখানা পাবলিশার ঠিক এই সময়েই প্রেসে দিয়েচে। শেষের ১০/১২ ফর্মা লিখে দিতে হচ্চে। সেজন্য বড় ব্যস্ত আছি বন্ধু। তা বলে আপনিকিন্তু চিঠি বন্ধ করবেন না কারণ আপনার সংবাদ পেলে মনে বড় আনন্দ হয়।

আমি ১৫ই ভাদ্র ঘাটশিলায় যাবো। এখানে এখনো ম্যালেরিয়া দেখা দেয়নি।কিন্তু ভাদ্রমাসের শেষ থেকে জেঁকে বসবে। পূজার পরে মলুটি গেলে হয়। জানেন, সেদিন বাবলুর মা বলচে—চলো, আমরা কেন কোথাও দু'দিন ঘুরে আসি না?

বল্লাম—কোথায় যাবে?

—চলো মলুটি যাই।

কথাটা আমার ভাল লাগলো।

আপনার প্রাকৃতিক বর্ণনা আপনার বোনের বড় ভাল লাগে।

বাবলু ভাল আছে। পায়ের ঘা সেরেছে। খাঁটি দুধ পায় বলে স্বাস্থ্য ভাল হয়েচে।তবে দুধ সস্তা নয়, সহরের টান, বেশ আক্রা—/২৷৷০সের টাকায়।

ইছামতীর জলে ঢল নেমেচে। মাকাল ফলে রঙ লেগেচে। নদীর দু'ধারের উলুবন জলে ডুবু ডুবু। রোজ সন্ধ্যায় যখন নদীতে নামি স্নান করতে, সাঁইবাবলার ডালে ডালে গাংশালিখ কিচকিচ করে। জলমগ্ন নলখাগড়ার ঝোপের ভিতর ডাহুক ডাকে, রঙীনমেঘলোকের ছবি কত স্বপ্ন রচনা করেমনে মনে—স্বপ্ন মাত্রেই অলস নয় বন্ধু, স্বপ্নহোল—a dimension of consciousness, চৈতন্য শক্তির একটি নববর্ত্ম। [] কে বলবেন চিঠি পেয়েচি—শীঘ্র উত্তর দেব। বই শীগ্‌গীরপাঠাচ্ছি। বৌঠাকুরণকে নমস্কারদেবেন। ছেলে কেমন আছে? ওকে আশীর্বাদ দেবেন। কি পড়ে? প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৪)

15C Swinhoe Street,

Ballygunj, 4-9-49

সুহৃদ্বরেষু,

দেশে কেউ নেই। সবাই ঘাটশিলায়।

ভাদ্রমাস পড়বার আগেই চলে গিয়েছে। আমাকে থাকতে হয়েছিল জরীপের attestation-এর জন্যে এবং নির্জনে বসে 'ইছামতী' শেষ করবার জন্যে। আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমার এক জ্ঞাতি কাকা আমার অংশের জমি তার নিজেরনামে করে নিয়েছিলেন। মানুষ সোজা পথে আদৌ চলে না।

একা ছিলাম, খাওয়া দাওয়ার কষ্টও ছিল—কিন্তু বনে বনে সে কী বন্যফুলেরপ্রস্ফুটন, ঝোপে ঝোপে বন্যলতার কী অজস্র সম্ভার, বন-বিহঙ্গের অশ্রান্ত কাকলি। ইছামতী এখন কূলে কূলে ভরা, ঝুঁটিবাঁধা কাঠঠোকরা পাখি বাবলার

ডালে যখন ঠক্‌ঠক্‌ করে, তখন লতা দোলানো বনসিমতলার ঘাটে নাইতে নামতাম, কেউ কোথাওনেই, পাকা টুকটুকে মাকালফল দুলচে জলের ওপর, বাবলার হলুদ রঙের ফুল ঝরেপড়ছে, নদীর ওপারে কাশফুল মাথা দোলাচ্চে—নীল আকাশের তলায় স্নান করতেকরতে মনে হোত—

"রূপে রূপে এলে চুপে চুপে,
অপরূপ ওগো অরূপ দেবতা।"

তিনিই ভুমা, তিনিই বিশ্বের মহাকবি নয় কি? স্নান শুধু দেহের ন্যাস—অন্তরের স্নান আছে, আত্মার স্নান আছে, বনসিমলতার ঘাটে সন্ধ্যায় নাইতে নেমে দেখেছি সেইভূমার রূপ, শুচিত হবার এক মস্ত সুযোগ অন্তরেরও প্রাণেরও।

উপনিষদের বাণী এই জন্যেই জন্ম নিয়েছিল লোকালয় থেকে দূরে অরণ্যে, যখনবনে দেখি দেবকাঞ্চন ফুল ফুটে আছে। বন্য কানাফুলের অতি সুকুমার পাপড়ির পাশেবসে মধু খাচ্ছে অতি সুকুমার রঙীন প্রজাপতিটা, তখনই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লোজ্বলন্ত নীহারিকার অগ্নিবাষ্প থেকে কে এদের জন্ম দিলে? কে এদের গড়লে? কার মহাপুণ্য আবির্ভাব এই নির্জন বনতলে এই বন্যপুষ্পরাজির পাপড়ির গায়ে, প্রজাপতির ডানায় ডানায় কার স্বাক্ষর আঁকা।

না। থাক। আমি কাল আপনার চিঠি দেশে বসে পেয়েছি—আজ ঘাটশিলা যাচ্ছি।আজ অবিশ্যি রবিবার সজনীর ওখানে দুপুরে নিমন্ত্রণ আছে। ওবেলা ঢাকুরিয়াতে প্রবোধ সান্ন্যালের বাড়ি নিমন্ত্রণ। বাণী রায়ও এইমাত্র টেলিফোন করেছিলেন (এটা আমার মামাশ্বশুরের বাড়ি, ব্যবসায় উপলক্ষে ফোন রাখেন), তাঁর সঙ্গেও দেখা করতে হবে সন্ধ্যার দিকে। গল্প লিখতে পারিনি। ইছামতী নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। দিয়েছি ৩/৪টা গল্প যুগান্তর, শরৎসাহিত্য মন্দির, কালান্তর, 'কল্যাণশ্রী' ও 'শ্রীমতী' এবং 'ইছামতী'র আর দুটি অধ্যায় বাকি। ঘাটশিলায় গিয়ে লিখবো। পত্র দেবেন ঘাটশিলায়।

ভগবান সম্বন্ধে আপনার ধারণা ও বিশ্বাস কী, লিখে পাঠাবেন? বৌঠাকরুণ কেমনআছেন? খোকা কেমন আছে? কালীপুজোয় যদি যাই পায়েস খাওয়াতে হবে কিন্তুবৌঠাকরুণকে। বাবলু ভাল আছে—চিঠি পেয়েছি। বৌঠাকরুণ যেন বাবলুর মাকে চিঠিদেন, ও খুব খুশি হয়। ঘাটশিলায় চিঠি দেবেন এখন থেকে।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন্‌।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৫)

ঘাটশিলা

৩রা অক্টোবর, ১৯৪৯

বন্ধুবরেষু,

ঁবিজয়ার শুভ সম্ভাষণ ও নমস্কার গ্রহণ করুন। কালীপুজোর সময় যাবারবিশেষ ইচ্ছে সত্তেও বোধ হয় ঘটে উঠবে না। পালামৌ ও সারাণ্ডা অরণ্য আবারবেড়াতে যাবার কথা উঠেছে। তা যদি ঘটে, তবে আমাকে নিয়ে যাবে তারা। Zeep গাড়ি করে তোড়জোড় করে বেরুনো হবে, দূর পথে বনভ্রমণে। কত কি ফুল ফুটবেবনে বনে, কত ময়ূরের ডাক শুনতে শুনতে যাবো পাহাড়ী নদীর উপল বিছানো তটবেয়ে বেয়ে।

তবে যদি না যাওয়া হয়, তবে মলুটি যাবার ইচ্ছা নিশ্চয়ই রইলো। 'ইছামতী' প্রায় শেষ হয়ে এলো। বড় ব্যস্ত আছি এই নিয়ে।

আপনার চিঠিখানি একটি সাহিত্য হয়েছে। এখানা আমি কিছুতে ছাপানোর চেষ্টায়থাকবো। এ ধরনের চিঠি ক'জনেই বা লিখতে পারে? আপনি কেন যে অবজ্ঞাতপল্লীগ্রামে পড়ে আছেন, অমন সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষমতা নিয়ে বুঝতে পারলাম না।

আমার সাধ জ্যোৎস্নারাতে আপনাদের গ্রামের শালবনে পাহাড়ি টিলায় বসেভগবানের কথা, সাহিত্যের কথা, প্রকৃতির কথা চর্চা করে মজগুল থাকবো দু'জনে।

'জ্যোতিরিঙ্গণ' পাঠিয়ে দিতে বলেছি প্রকাশকদের, এখন বন্ধ। ওরা এখানেই এসেচে। আজ সবাই মিলে একটা বনবেষ্টিত হ্রদে বেড়াতে যাবো জ্যোৎস্নারাত্রে। সাহিত্যিক অতুল গুপ্ত মহাশয় এখানে বেড়াতে এসেছেন, প্রবোধ সান্ন্যাল আসবে পূর্ণিমার দিন। সন্ধ্যার পর প্রমথ বিশীর বাড়িতে আমাদের একটা সাহিত্যিক মজলিশবসে রোজ। নমস্কার, বন্ধু।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৬)

[ঘাটশিলা
৩.১০.৪৯]

বৌঠাকরুণ,

৺বিজয়ার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন। আশা করি আপনি কুশলে আছেন।সৌরীন্দ্রবাবু ও খোকা ভালো। আমার নিজের খুব ইচ্ছে আছে মলুটি যাবোকালীপুজোর সময়ে। কিন্তু কয়েকটি বাধা দেখচি। এর মধ্যে আমাকে একবারনেতারহাট যেতে হবে। রাঁচি থেকে ১০০ মাইল দূরে। অপূর্ব মালভূমি, পাইনবন, জলপ্রপাত, নির্জনতা, বিহার লাটের আবাসস্থল ছিল আগে, এখনো আছে। রাঁচিরএকজন বনবিভাগের বড় কর্মচারীর সঙ্গে তাদের মোটরেই যাবার কথা আছে। তিনি টেলিগ্রাম করলেই চলে যেতে হবে। কিন্তু আমার কথা হচ্চে এই, সেখানের চেয়েআপনাদের বাড়ি যেতে অনেক বেশি ইচ্ছে আমার। দেখি কি হয়।*

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

*খামে পাঠানো এই চিঠির কাগজে প্রথমে সৌরেন্দ্রনাথের স্ত্রীকে চিঠি লিখেছেনকল্যাণী দেবী, পরে তাঁকে লিখেছেন বিভূতিভূষণ। চিঠির তারিখ পোস্টমার্ক থেকে সংগৃহীত।—নি.স.

(১৭)

ঘাটশিলা
৩/১১/৪৯

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি ও লেখা পেয়ে উত্তর দিতে পারিনি—তারকারণ 'ইছামতী' এখনোশেষ করতে পারিনি, ওটা নিয়ে বড় ব্যস্ত আছি। রোজ খাটতে হচ্ছে। ১৯ ফর্মা ছাপা হয়ে গিয়েচে। প্রেস তাগিদ দিচ্চে, আপনিও ক্ষমতাবান লেখক—যা কিনা বুঝলাম আপনার গল্প ও রচনাগুলি থেকে—অতএব আপনি আমার অবস্থা বুঝবেন।

কালীপুজো তো দূরের কথা, জগদ্ধাত্রী পুজোতেও যেতে পারতুম না মলুটি।কোথাও যেতে পারচিনে— কাজ শেষ না করে ভালো লাগে না।

এই জ্যোৎস্নায় আপনাদের দেশ নিশ্চয় অদ্ভুত হয়েচে। এখানকার শালবন, টিলা, পাহাড় অপূর্ব হয়েছে ক'দিন থেকে। শীত পড়ে গিয়েছে কাল থেকে।

'জ্যোতিরিঙ্গণ' পেয়েছেন কি? আমি গজেনবাবুকে মুখে বলে দিয়েচি। সেদিনএখানে এসেছিল।*

বৌঠাকরুণকে নমস্কার জানাবেন। খোকাকে আশীর্বাদ দেবেন ও আপনি প্রীতিসম্ভাষণ জানবেন। পত্র দেবেন। আচ্ছা মলুটি কি ম্যালেরিয়ার জায়গা?ইতি

প্রীতিবদ্ধ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

*এই অংশটুকু কপালটুকিতে লেখা আছে। চিঠির প্রথমাংশে কল্যাণী দেবীর চিঠিআছে।—নি.স.

(১৮)

বারাকপুর

গোপালনগর
পোঃ
(যশোহর)
১লা অগ্রহায়ণ

প্রীতিভাজনেষু,

দেশে এসেছি ধান কাটাতে। কী ভীষণ ম্যালেরিয়া এবার দেশে, বাড়ি বাড়ি পড়ে।কে কার মুখে জল দেয়! কিন্তু কী অপূর্ব বনশোভা! কাল পূর্ণিমার রাত্রে বনমধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র গৃহস্থ বাড়িতে সত্যনারাণের পূজার নিমন্ত্রণ ছিল। কী চমৎকার জ্যোৎস্নাউঠেছিল বন-মরচেলতা ও সাঁইবাবলার ঝোপে। এই সৌন্দর্যের জন্য এর ম্যালেরিয়াকে কখনো কখনো ভুলে যাই। হয়তো মনে মনে ক্ষমাও করি।

মাঘ মাসে আপনাদের ওখানে যেতে পারবো কিনা জানি না। তবে ওদেশে যেতে বড় ইচ্ছে করে। কাছে বেশ নিভৃত শালবন, বনতুলসীর জঙ্গল, শিলাস্তৃত প্রান্তর আছে? পলাশ ফোটে প্রথম বসন্তে?ধনেশ পাখি ডাকে গহন অরণ্যের নিঃশব্দতারমধ্যে?

আপনার চিঠি পেয়েছি। সেদিন বনগাঁয়ের বার লাইব্রেরিতে আপনার চিঠিখানাঅনেকে পড়েচেন। আপনার পরিচয় অনেকেই জানতে উৎসুক।

'হে অরণ্য কথা কও' কলকাতায় গেলে পাঠিয়ে দিতে বলে দেবো। সুমথ ঘোষকেবলেছি আপনি তার 'সর্বংসহা'র প্রশংসা করেচেন।

প্রীতিনমস্কার নেবেন। আবার বুঝি আমায় ম্যালেরিয়াতে ধরলো—কি করি অনেক ধান; নিজে এসে ব্যবস্থা না করলে কিছু পাবো না। ওদেশের প্রাকৃতিক বর্ণনা দিয়ে একখানা চিঠি দিন না। আমার বড় ভালো লাগে। ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯)

ঘাটশিলা রবিবার।

[১২-১২-৪৯]

প্রীতিভাজনেষু,

আমার আজ ৭/৮ দিন জ্বর। এখনো পথ্য পাইনি। আপনার পূর্বের পত্রখানা যখন এসেছিল, তখন আমি সারান্ডা, সুন্দরগড় ও বোনাই স্টেটের অরণ্যে ভ্রমণ করছিলাম ১৩ দিন ধরে। এই ১৩ দিনে অন্তত ৬০০/৬৫০ মাইল গভীর বনপথ অতিক্রম করেচি মোটর যোগে। কত পাহাড়ী ঝর্না পার হয়েছি, কত পাহাড়ের ওপর উঠেচি, কত পাহাড় থেকে নেমেচি, কত নদীর ধারের ভিজে মাটিতে বন্যবরাহ ও বাইসনের পায়ের দাগ গুনেছি, কত বনবিহঙ্গের কলতান কান পেতে শুনেচি, কত অপূর্ব বনকুসুমের বিচিত্রঘন সন্নিবেশ দেখেচি আর্দ্র ঝর্নার পাষাণতটে মাইলের পর মাইল ধরে, কত রাত্রিরগভীর তৃতীয় যামে বনবিভাগের বাংলোর ঘরের মধ্যে তপ্ত বিছানায় শুয়ে বন্য হস্তীর বৃংহতি শুনেচি বাংলোর নিচেকার সমতলভূমির জঙ্গলে, গত শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নারসবটাই কেটেচে রাজগাংপুর ও বোনাই গড়ের আরণ্যভূমিতে, নির্জন গহন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবহমানা পার্বত্য নদী দুটি, কারো ও দক্ষিণ কোয়েল, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ওদের পাষাণতটে যেন অনন্তের স্বপ্ন রচনা করে চলেচে, অথচ কেউ দেখবার নেই সেখানে সে সব অপরূপ সৌন্দর্য, বাঘ ভালুকে তো সৌন্দর্য দেখে না, মানুষ সেসব অঞ্চলে বড়কম, দু'চারটি হো বা মুণ্ডা গ্রাম ছাড়া অন্য লোকালয় আমার চোখে অন্ততঃ পড়েনি। একদিন একটা বড় বাঘ মোটরে যেতে দূরে

দেখেছিলাম পথের ওপরে। দলে দলে ময়ূর আসতো রোদ পোহাতে ছোটনাগরা বাংলোর সামনের পাহাড়ে। কি আনন্দে কাটিয়েছি এই ১২/১৩ দিন। খাওয়াদাওয়া মন্দ নয়, ও অঞ্চলে দুধ ঘি এখনো খাঁটি পাওয়া যায়, মাংস সস্তা, বন্য মুরগি মারলে খাওয়া যায় যত ইচ্ছে, হরিণ সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে, তবে বন্য কুক্কুট শিকার যত সহজসাধ্য, হরিণ শিকার তত সহজ নয়, এইটুকু যা তফাৎ।

সব ছিল ভালো—কিন্তু সেখান থেকে এসেই জ্বরে পড়লাম। জঙ্গলের মশাকামড়েছে, তা ছাড়া জলও ভালো নয়। এখনো ভুগচি, কাল জ্বরটা আসেনি এই যা একটু ভরসা। 'ইছামতী' শেষ হয়ে গিয়েচে গত ৮ই নভেম্বর। কলকাতা গিয়ে ওদের কপি দিয়ে এসেচি। কলকাতা থেকে ফিরেই অরণ্য ভ্রমণে বার হয়েছিলাম—সঙ্গে ছিলেন মিঃ সিংহ ও রাজবিহারী গুপ্ত, দুজনেই D.F.O. একজন বিহারী, একজন বাঙ্গালী। এঁদের চাকর-বাকর সঙ্গে ছিল ও দুজনের দু'খানা গাড়ি ছিল। থলকোবাদথেকে আমরা নিমন্ত্রণ পাই রাজগাংপুর থেকে, সেখানে British Timber Trading Co-র স্থানীয় ম্যানেজার লেসলি কার্ক প্যাট্রিক তাদের মোটরচালিত করাতের কারখানা দেখাতে আগ্রহান্বিত হয়। ওখানে আমরা ২ দিন থাকি এবং বিখ্যাত ওকাসিবি জলপ্রপাত দেখতে যাই। অতি দুর্গম এবং বন্যহস্তীসংকুল গহন অরণ্যপথে ৫ মাইল পদব্রজে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, মোটর যাবার রাস্তা নেই সে দুষ্প্রবেশ্য বনের মধ্যে। সে জলপ্রপাতটির আশেপাশে ভিজে মাটি ও বালুর ওপর কত যে বাইসন ও হস্তীরপদচিহ্ন! কী গম্ভীর অবর্ণনীয় শোভা সে জলপ্রপাতের, অথচ জনহীন আরণ্যভূমিরমধ্যে লুকানো এই অপূর্ব সৌন্দর্যময় স্থানটির কথা কেই বা জানে, কেউ জানে নাপিপাসার্ত বাঘ, ভালুক, হাতি, বাইসন ছাড়া।

আপনার ভ্রমণের কথা পরে আমাকে লিখবেন কিন্তু। বাবলু ও আপনার বোন ভালআছে। এখানে শীত পড়েছে খুব, তার ওপর আমার জ্বরের শীত তো আছেই।প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২০)

ঘাটশিলা

(গৌরীকুঞ্জ)

সিংভূম, ২৫/১২/৪৮

প্রীতিভাজনেষু,

নমস্কার নেবেন। শুনুন, সুমথ ঘোষ আমার এখানে এসেছিল গত সপ্তাহে। সে বল্লে, আপনাকে সে চেনে। আপনি কি কবিতা লিখতেন? বল্লে, আমার খুবই পরিচিত। 'হে অরণ্য কথা কও' নিশ্চয়ই পেয়ে গিয়েচেন। কেমন লাগলো লিখবেন কিন্তু। সুমথও আমার সঙ্গে মলুটি যাবে বলচে। তাকে নিয়ে যাই কি বলেন? ওখানে জমি পাওয়া যায়?সুমথ জিগ্যেস করছিল। তার শহর নাকি আর ভালো লাগচে না। গজেনও সুমথ ঘাটশিলায় একখানা বাড়ি কিনলে এবার আমার বাড়ির সামনে। সেই উপলক্ষেই এসেছিল। পরশু ডুমুরিয়া পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এখান থেকে ৩০ মাইল। একজন কাঠের ব্যবসায়ীর লরিতে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত গিয়েছিলুম। সেখান থেকে নিবিড় জঙ্গল ঠেলে ১৪০০ ফুট আরাকোচা নামে শিখরে উঠলুম। পুলিনবাঁড়ুয্যে নামে একজন বড় শিকারী ও আমি। আমাদের দুজনেরই বন্দুক ছিল সঙ্গে।বন্য হস্তীর আড্ডা দেখলুম ১২০০ ফুটের ওপরে। হাতি দেখিনি, চিহ্ন দেখে বুঝলুম।কত ফুল ফুটে আছে বনে বনে।

পত্রপাঠ উত্তর দেবেন।

ভবদীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২১)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থায়ী সভাপতি : "আলো" সাহিত্যচক্র ঘাটশিলা

৪১ নং মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা তারিখ-
৩০/১২/৪৯

সুহৃদ্বরেষু,

আপনার ভ্রমণ কাহিনী পড়তে আমি কত ভালোবাসি তা আপনি জানেন না। এই যে আপনি কয়েক লাইন ভ্রমণ বর্ণনা করেচেন, আমি পড়ে কত আনন্দ পেয়েচি তাআপনি জানেন না। আপনি সত্যিকার সাহিত্যরসিক ও স্রষ্টা। আমি আপনাকে বুঝতেপেরেচি। কেন যে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে দূরে সরে রইলেন, তা এখনো আমি ঠিকবুঝিনি।

আমি মধ্যে মিটিং করতে গিয়েছিলুম দেশে। কলকাতায় প্রবোধ সান্ন্যালের বাড়ি একদিন অরণ্য ভ্রমণ বর্ণনা করতে হোল, অনেকে বসে শুনলে। গত ২২শে তারিখেপ্রবোধকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় গেলকেরা যাওয়ার কথা ছিল, সঙ্গে যেত গৌরীশংকরও গজেন মিত্র। কিন্তু 'ইছামতী' বের হতে দেরি পাছে হয়, সেজন্য ওদের যাওয়া হোলনা।'ইছামতী' ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বের করতেই হবে, বিশেষ কারণ আছে।ওদেরবলে দেওয়া আছে, আপনাকে একখানা বই সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেবে। পড়ে মতামতজানালে কত সুখী হব।

বাবলু বড় বিরক্ত করচে বলে লেখা হচ্চে না। সে এখন রেলগাড়ি চালাচ্চে আমারলেখার ডেস্কটা দিয়ে। শীতের সকাল, হাত গুটিয়ে আসচে। আজ দুপুরের ট্রেনেঝাড়গ্রাম যাবো। সাহিত্য বিষয়ে দু'একটি কথা শোনাবার নিমন্ত্রণ পেয়েচি। সামনের মাসে নওগাঁ যেতে হবে সাহিত্য সম্মেলনে। তারপর দেশে চলে যাবো।

জ্যোৎস্না রাত্রিগুলি এখানকার শালবনেও অপূর্ব হয়, তবে অতিরিক্ত শীতের জন্যউপভোগ করাই যায় না আজকাল। একটু শীত না কমলে সন্ধ্যার পর আধঘণ্টাওবাইরে থাকা যায় না। এদেশে আবার হু হু করে পশ্চিমে হাওয়া বয় এ সময়ে—কনকনে ঠাণ্ডা। রোদে বসবার উপায় নেই—যদি পশ্চিমে কোন আবরণ না থাকে।

আপনাদের ওখানে যাবার বড় ইচ্ছে, কত যে ইচ্ছে কি বলবো। কিন্তু এতচারিদিকে ব্যস্ত যে যাওয়ার সময় করে ওঠাই দায়। ভয়ানক ম্যালেরিয়া আছে বলেআবার ভয় দেখিয়ে দিয়েছেন যে। আপনার কাছে বর্ণনা শুনে বড় ইচ্ছে হয়েছে ওদেশ দেখবার। চমৎকার বর্ণনা করেন তাই ভালো লাগে। আর অবিকল আমার সমধর্মীআপনি, সব রকমেই। সেদিন বলাইকে (বনফুল) আপনার কথা বলছিলুম।

আমার প্রীতিসম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। বৌঠাকরুণকে নমস্কার দেবেন ওখোকাকে স্নেহাশীর্বাদ। ইতি

গুণমুগ্ধ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২২)

বারাকপুর—

১৪-১-৫০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্রে সব জানলাম। 'দেবযান' পড়ে প্রেতলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহপ্রকাশ করেচেন—সত্যি বলচি সন্দেহ করবার কিছু নেই।

পৃথিবীর ঊর্ধ্বে বহুস্তর বিদ্যমান, বিশ্বে বহুলোক, বহুস্তর, বহুগ্রহ, মৃত্যুর পর যেখানেজীবের গতি হয়। এই সব Super-mundane Worlds আছে, প্রাচীন যুগে ঋষিরাতাদের অস্তিত্ব জেনেছিলেন। বৃহদারণ্যক ও ঈশোপনিষদে এদের কথা আছে।

পৃথিবীর জীবনের পরে যখন এইসব লোকে গতি হয় তখন পৃথিবীর আনন্দ এদেরআনন্দের কাছে তুচ্ছ বলে মনে হয়—কিন্তু পার্থিব আসক্তি বা কামনাই পুনর্জন্মের বীজ বপন করে। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা এই সব বিভিন্ন লোকালোকের আসক্তি ও মায়াকাটিয়ে সর্বলোকাতীত বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার চেষ্টা। এরই মানে ভগবানকেলাভ করা। আমাদের মন যখন নিরাসক্ত হবে সব জাগতিক রসাকাঙ্ক্ষায়—তখনি হবেধর্মজীবনের আরম্ভ। প্রেতলোকের আবিষ্কারে আর নতুন একটা দ্বীপ আবিষ্কারের মধ্যেকোন তফাৎ নেই। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য, ন মেধয়া না বহু না শ্রুতেন।' বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে কিছু হবে না—তিনি দয়া না করে পারবেন না—যদি আমাদের আকুলতাথাকে। 'দেবযান' আর একবার পড়বেন। এ আমার অভিজ্ঞতার ফল। বাবলু সেরেগিয়েচে—তবে এখনও সম্পূর্ণ বল পায়নি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইচ্ছে করচেআপনার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে অনেক কথা বলি। পত্র ঠিক দেবেন কিন্তু। ইতি—

গুণমুগ্ধ।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৩)

ঘাটশিলা

১৬-১-৫০

বন্ধুবর,

'ইছামতী' বেরিয়েছে। আপনাকে ২ কপি 'কথাসাহিত্য' ও ১ কপি 'ইছামতী' সেদিন পাঠিয়ে দিতে বলে এসেছিলাম 'মিত্র ও ঘোষের' দোকানে—পাঠিয়েছে কিনাজানাবেন। 'কথাসাহিত্য' হোল মাসিকপত্রিকা। এ-ঠিকানায় আর চিঠি দেবেন না এখন। আমরা চলে যাচ্ছি এ সপ্তাহে মোটরে সস্ত্রীক চাঁইবাসা হয়ে পাটনা, নালন্দা, বুদ্ধগয়া, রাজগির, রাঁচি, হাজারিবাগ হয়ে কলিকাতা ১০/১২ দিন হবে। 'কুমারেশ' ঔষধেরমালিকদের গাড়ি, তারা এখানে আমার প্রতিবেশী।

বন্ধু, আপনি সত্যিকার দরদী সাহিত্যিক। আপনার বর্ণনার এমন নিপুণ হাত যেআমি আপনার চিঠি পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে যাই। একটা ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে পাঠাবেনদেশে ফিরলে, আমি একটা ভাল কাগজে বের করবো। রসদৃষ্টি আপনার আছে।সময়মতো আমিও কয়েকটি plot পাঠাবো—লিখবেন কিন্তু।

'ইছামতী' কেমন লাগলো লিখবেন কি? আপনার বোন এ দু'দিন বড় ব্যস্ত আছেগোছানো নিয়ে। এর পরে চিঠি দেবে।

প্রীতিনমস্কার নেবেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় বৌঠাকরুণ,

আমার নমস্কার নিন। কবে আপনাদের বাড়ি গিয়ে আপনার হাতের পিঠে খাবোতাই ভাবছি। কিন্তু নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে সময় করে উঠতে পারচিনে দিদি। কিছু মনেকরবেন না, যাবোই শীগ্‌গির। 'ইছামতী' কেমন লাগলো জানাবেন। আশা করি খুকীরশরীর এখন ভালোই আছে।

(২৪)

গজেন মিত্রের দোকান

শনিবার

সুহৃদ্বরেষু,

আজ এইমাত্র এসে আমি খোঁজ করে জানলুম এরা আপনার ঠিকানায় রেজেস্ট্রিকরে 'ইছামতী' পাঠিয়েছে কলিকাতা ইউনিভার্সিটির Post office থেকে। এখনো সেবই না পাওয়ার কারণ কি? দশদিন আগে বই পাঠানো হয়েচে।আজকাল ডাকঘরেরবড়ই অব্যবস্থা। একটু খোঁজ নেবেন তো ডাকঘরে। কাল আপনার পত্র পেলাম।আমাদের ওদিকে যত কিছু গোলমাল তা আমাদের ওপর নয়। তেমন বুঝলেমলুটিতেই চলে যাবো। বাবলু ভালো আছে। বৌঠাকুরাণীকে নমস্কার দেবেন। আপনি প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৫)

বারাকপুর

২৫শে ফাল্গুন, ১৩৫৬

প্রীতিভাজনেষু,

পলাশ ফোটে না আপনাদের দেশে? কী সুন্দর ঘেঁটুফুলের শোভা হয়েচে, আমাদেরমাঠে, বাঁশবনে, নদীতীরে! শিমুল ফুলের কি যে শোভা নদীর ঘাটে ঘাটে! আমার মনএ সময়ে যেন কোথায় চলে যায়, এ জগতের পারে একটা অপূর্ব অদৃশ্য স্বপ্নলোকআছে, সেখানে আমাকে নিয়ে যায় এই বসন্তের ঘেঁটুবন, কোকিলের ডাক, ফুল বাঁকা,শিমুল ডাল, তুঁত ফুলের ঘন সুগন্ধ।

এরই নাম ব্রহ্মের লীলা। এই অনন্ত সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে আমরা যে চিরকাল থাকবো বেঁচে। অনন্ত আকাশের এখানে ওখানে সর্বত্র অমৃতের পুত্রগণ শাশ্বত সময়ব্যেপে আলোর সন্ধানে শিবির স্থাপন করে বিশ্রাম করচে—আমরা সেই অমৃতের পুত্র।স্বেচ্ছায় আমাদের এই নিরাসক্ত খেলা, খেলার মধ্যে নেমে আমরা স্বরূপকে ভুলেগিয়েচি—আমাদের জরা নেই, মৃত্যু নেই, ধ্বংস নেই বন্ধু, দু'দিনের লীলা এই পৃথিবীরজীবন, কতবার ইচ্ছে করে আসবো বসন্তে পলাশ ফোটা বনভূমির আহ্বানে, আকুল কোকিলকুলের ডাকে—কতবার যাবো!

"আসিব যাইব এইখানে বার বার
দেখিব গাইব জয় তব মহিমার
ও বিশ্বরূপে হারাইতে চাই দিশে।"

বন্ধুবর, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আপনি মহদান্তঃকরণ তাই আপনারবাড়িতে বিপদের সময় আশ্রয় দিতে চেয়েচেন। আপনার বোন বড় খুশি হয়েচেচিঠিখানা পেয়ে। এই তো সত্যিকার মানুষের পরিচয় পেলুম।

এখন হঠাৎ যাওয়া হবে না। কাল জহরলাল নেহরু আমাদের গ্রামের মাঠ দিয়ে গেলেন সনেকপুর—আমাদের পাশের গ্রাম। কাগজে দেখে থাকবেন। আমার আজ যাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল টাটানগর চলন্তিকা সাহিত্য পরিষদে। আমার ওপর এখন Peace meeting করবার ভার দিয়েছে Dt. Magistrate—তাই গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সেই জন্যই এখন যাওয়া হোল না।

বন্ধু, সুন্দর গল্পটি পাঠিয়েচেন। আমি ওদের কথাসাহিত্য কাগজে দেবো। পলাশফোটে কিনা লেখেননি কেন? ওটা কী পলাশ ফুলের দেশ নয়? বাবলু তার মামাকেপ্রণাম জানাচ্চে। বৌঠাকরুণকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই আমরা দুজনে। আপনি প্রীতিও শুভেচ্ছা নিন বন্ধুর।

গুণমুগ্ধ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৬)

বারাকপুর

২-২-৫০

প্রীতিভাজনেষু,

সুহৃদ্বর, বহুস্থানে ভ্রমণ করে মাত্র ৩ দিন হোল দেশে ফিরেছি। দেশে এসে দেখচি এদেশের অবস্থা ভালো না। আবার বোধহয় ঘাটশিলা যেতে হয়। আপনার কথাসাহিত্য মলুটি পাবলিক লাইব্রেরী ঠিকানা থেকে ফিরে এসেচে—গজেনবাবু সেদিন জানালেন। আপনার নামে পাঠাতে বলেচি। মনের অবস্থা ভালো না—দেশের এই দারুণ দুরবস্থায়। প্রতিদিন হাজার হাজার নরনারী নিঃস্ব অবস্থায় বনগ্রাম স্টেশনে এসে পড়চে। দলে দলে ভিক্ষা করতে আসচে বাড়ি বাড়ি। তাদের কাহিনী অতীব করুণ। সব কথা লেখা যায়না।

জহরলালজীর birthday volume-এ আমার লেখা বেরিয়েছে। গত সপ্তাহে পাঠিয়ে দিয়েচে দিল্লী থেকে। দিল্লীতে আমি নিমন্ত্রিত ছিলুম—কিন্তু যাওয়া হয়নি।

আপনার কন্যা নিরাময় হয়েচে শুনে সুখী হয়েছি। এদিকের গোলমাল যদি না থামে, তবে এখান থেকে চলে যেতে হবে। পরে পত্র দ্বারা জানাবো।

'যাতায়াত'নামে নতুন উপন্যাস বিজয় মিত্রের মাসিকপত্রে এ মাস থেকে বেরুচ্চে। প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। বৌঠাকরুণকে নমস্কার দেবেন।

মনমোহন লাইব্রেরী কি আপনার নিজের প্রাইভেট লাইব্রেরী না পাবলিক? কেন আপনার কাগজ ফেরৎ এল তা বুঝলাম না। পুনরায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে এসেছি।

আপনার শক্তিশালী লেখনী যদি ও অঞ্চলের বসন্ত বর্ণনা আমাকে পাঠিয়ে দেয় এসময়—তবে আমি কি সুখীই হবো! কত ভালোবাসি আপনার লেখা পড়তে। আপনারকবিদৃষ্টি আছে, বর্ণনার মাধুর্য ও সরসতায় আপনি যে কোন প্রথম শ্রেণীর লেখকেরসমান—এ কথা আমি জোর করে বলবো। বন্ধু, আপনার একটি বসন্ত বর্ণনা কিন্তুচাইই।

বাবলু ভালো আছে। বড় দুষ্ট হয়ে উঠেচে। কলম নিয়ে কেবল লিখতে বসবেসকাল বেলা। শেষ পর্যন্ত মলুটি যেতে হয় বা—দেখি কি হয়।[1]

---

[1]এই অংশ কপালটুকিতে লেখা—নি. স.

প্রীতিবদ্ধ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৭)

গোপালনগর

১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭

প্রীতিভাজনেষু,

অনেকদিন চিঠি নেই কেন? বাবলুর অসুখের সময় আপনাকে চিঠি দিয়েছিলুম।এখন ভগবানের কৃপায় তার শরীর সুস্থ হয়েছে এবং ১৬/১৭ দিন পথ্য করেচে।

ওখানে গরম কেমন? এ দেশে গরমে টেকা যাচ্ছে না। আমও নেই তেমন।

শীঘ্র চিঠি দিবেন। সোঁদালি ফুলের কি শোভাই হয়েছে এখন এ দেশে! ওখানে এখনকি ফুল? আমাদের দেশে জলকষ্ট নেই। আপনাদের ওখানে জলকষ্ট কেমন? বৌঠাকুরাণীকে সশ্রদ্ধ নমস্কার দেবেন। প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

প্রীতিবদ্ধ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২৮)

বারাকপুর

৪-৬-৫০

প্রিয়বরেষু,

বন্ধু, আপনার পত্রে আপনার নাতিনীর বিয়োগসংবাদে আমি ও কল্যাণী অত্যন্তদুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছি। কালরাত্রে কল্যাণী অনেকবার সে কথা বলেচে। আপনারএখন কর্তব্য শোকার্ত বৌঠাকুরাণীকে সান্ত্বনা দেওয়া। ‘দেবযান’ পড়িয়ে শোনাবেন।

পরশু সকালে সজনীর বাড়ি বোসে আছি, সে একখানা বই আমাকে পড়তে দিলে—নাম ‘অমরলোক’। একটি মেয়ে মারা গিয়েছিল এলাহাবাদের এক ভদ্রলোকের। তিনি প্ল্যানচেটে মেয়েটিকে এনে স্বর্গলোকের কত সংবাদ সংগ্রহ করেচেন। ‘দেবযানে’র সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে। আমি গত ২৫ বৎসর ধরে Spiritualism আলোচনাকরেছি—মৃত্যু যে বৃহত্তর জগতের দ্বার সে কথা আমি জানি যখন আমার বয়স ২৭বৎসর, তখন থেকেই।

তারাশংকরের ওখানে তারপর দু’জনে গেলুম। তার জ্বর হয়েছে। কিছুক্ষণ গল্পকরলে—আমায় বলে—ফুলের বীজ নিয়ে যা, ভালো ফুলের বীজ দিচ্চি।

বন্ধু এখন যদি দেখা হোত, কত কথা বলতুম দুজনে। কিন্তু এখন দুর্দান্ত গরম, কোথাও যায় [যাওয়া] যাবে না। বাবলু একমাস টাইফয়েডে ভুগলো—সে কি দুর্ভাবনা! ও সময় কোনো কাজ করতে পারিনি। আপনার কোনো পত্র বা কোনো পত্রিকা আমার হস্তগত হয়নি জানবেন। আপনি ঠিকানা ভুল দিয়ে থাকবেন। গোপালনগর পোঃ, বারাকপুর গ্রাম, এই ঠিকানা দেবেন।*

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* পোস্টকার্ডের উল্টোপিঠে একটা অস্পষ্ট অক্ষর আছে। তার ডানদিকে লেখা— বাবলুর হাতের লেখা, এর মানে আপনাকে প্রণাম জানাচ্চে। এরপরে কল্যাণী দেবীরএকটি চিঠি আছে—সৌরেন্দ্রবাবুর স্ত্রীকে লেখা—নি.স.

(২৯)

বারাকপুর
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে/১৩৫৭

বন্ধুবরেষু,

১লা আষাঢ়ের মেঘমেদুর স্নিগ্ধ প্রভাত। আপনার কথা মনে পড়লো। পৃথিবীতে কম লোক আছে গভীর ভাবের আদানপ্রদান করা যাদের সঙ্গে সম্ভব। আজ এই পক্ষীকাকলিমুখর মেঘাচ্ছন্ন সকালটিতে অদূরস্থ বকুলকুঞ্জের দিকে চেয়ে চেয়ে মনেপড়ছিল—আমাদের এক বাবা আছে, যিনি কাউকে হেলা করেন না, আমাদের মত অতি তুচ্ছকেও। তিনি যদি একবার প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন, তবে জীবনে আরকিছুই চাই না।

আমি সারাজীবন ধরে জন্মমৃত্যু রহস্যের আলোচনা করে ও-রহস্য জেনে ফেলেছি।পাছে আমরা স্কুল থেকে পালিয়ে যাই, তাই জ্ঞানী ও স্নেহময় পিতা চোখের আড়ালেরেখেচেন মৃত্যুর পরের বিরাট, সুন্দর পুণ্যময় জীবন। কেউ বিশাল, অজানা মহাদেশেরবেলাভূমি কেউ মরণ সাগরের পারে দাঁড়িয়ে এক-একটু দেখতে পায়, কেউ পায় না।কিন্তু সকলেই একদিন সে উদার অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে। আমরা তো ফকিরেরছেলে নই, সম্রাটের সন্তান—আমাদের দাবী মস্ত বড় দাবী। দুঃখের বিষয় আমাদের সেই অত বড় পিতার কথা আমরা কখনো কেউ চিন্তাও করি না।

যিনি আমাদের জন্যে এত করছেন, তিনিই আমাদের চেয়ে সবচেয়ে অনাদৃত, অবহেলিত ও তুচ্ছ।

"This wonderful life across death, with all its beauties, glorious activities, opportunities of rendering help and joy to others is the common heritage of the race."

G. Vale 0wen

আপনি বৌঠাকরুণকে বোঝাবেন ভাল করে।

আপনি ওখানে নির্জনে আছেন; এক-একটু ভগবানের ধ্যান করুন, লতা পাতা, মাকাল ফল, মটরলতা, নীলকৃষ্ণ মেঘস্তূপের মধ্যে তাঁকে প্রত্যক্ষ করার আনন্দ আসবেআপনার জীবনে।

আপনার সঙ্গে কবে দেখা হবে, কবে কোনো নির্জন মহুয়া তলায় শিলাসনে বসেবৃহত্তর জীবনের কথা পরস্পর পরস্পরকে জানাবো, তুচ্ছ হয়ে যাবে যশ, মান, অর্থ, পদ সব কিছু ক্ষুদ্রত্ব, মহাজীবনের বহ্নিমান দীপ্তিতে।

বাবলু ভালো। ভোরে এখনো ঘুমুচ্ছে। আমি B. A. পরীক্ষার অনার্সের খাতা দেখচি। তাই বড় ব্যস্ত। দেবদাস গান্ধী কাল আমাকে পত্র দিয়েচেন Unesco থেকেএকটা ছোটগল্পের বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা হবে, তাতে যোগ দিতে। ১৯টি দেশ এতেযোগ দিচ্চে।এদিকে আমার নেই সময়। পরীক্ষার কাগজ, নতুন উপন্যাস ইত্যাদি নিয়েব্যস্ত।* বাবলু প্রণাম জানাচ্ছে। সে এইমাত্র উঠলো। বৌঠাকুরাণীকে নমস্কার দেবেন।আপনি প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* এখানে কিছুটা আঁকর-কাটা আছে। এটা বাব্‌লুর কীর্তি।—নি. স.

(৩০)

বারাকপুর

২রা জুলাই ৫০

বন্ধুবরেষু,

আপনার লেখা গল্পগুলি মন দিয়ে পড়চি। কুমুদিনীর গল্পটি আমার খুব ভাললেগেচে। আপনি লেগে থাকুন একাজে। এ ধরনের গল্প অর্থাৎ অনুভূতিপ্রধান গল্প, আজকাল আর কেউ লেখে না। সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন লোকই বা ক'জন আছে?

'অমরলোক' আমি সজনীর কাছে দেখেছিলুম—প্রকাশকের ঠিকানা আমার জানা নেই। আপনি বরেন্দ্র লাইব্রেরিতে লিখলে ওরা আপনাকে এ বইয়ের ব্যবস্থা করতেপারবে মনে হয়।

বাবলুর মা ক'দিন খুব মন দিয়ে আপনার লেখা পড়চে। তারও খুব ভাল লেগেচেআপনার লেখা। সে নানা কাজে ব্যস্ত বলে চিঠি দিতে দেরী করে ফেলে। বৌঠাকরুণেরচিঠি পেয়ে সে খুব খুশি হয়েছে।

'কাজল' বেরুবে কিনা জানি না ঐ সময়। কারণ হাতে দুটো বড় উপন্যাস। ওরাজোর করে বিজ্ঞাপন দেওয়াতে আমি ওদের বকেচি।

আজ কলকাতায় যাচ্ছি বি, এ, পরীক্ষার কাগজ দিতে। পরশু ফিরবো। এখানেভীষণ বর্ষা চলচে। অপূর্ব রূপ ইছামতীর দুইপাড়ের। তবে পাকিস্তানীদের ভিড়ে দেশেরগ্রাম্য সৌন্দর্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়ে গিয়েচে।গাছপালা কেটে সাবাড় করে দিয়েচে। শ্রাবণ মাসে ঘাটশিলা চলে যাবো সপরিবারে এখান থেকে। সেখান থেকে পালামৌ ফরেস্ট বেড়াতে যাবো আমার বন্ধু মিঃ সিনহার সঙ্গে। তিনি এখন ঐ অঞ্চলের বনের Divisional Officer—কেবল চিঠি দিচ্ছেন—আসুন, আসুন। বৌঠাকরুণকে আমাদের নমস্কার দেবেন। বাবলু ভাল আছে। আপনি প্রীতি ও শুভেচ্ছানিন্। ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩১)

বারাকপুর

২০-৭-৫০

প্রিয়বরেষু,

পা ভেঙে অর্থাৎ মচ্‌কে আজ ১৬দিন বাড়িতেই বসে। আগে উঠতে পারতামনা—এখন হাঁটতে পারি অল্পস্বল্প, কিন্তু পায়ের পাতার হাড়ে লাগে। পিছলে গিয়ে পায়ের পাতা দুমড়ে গিয়েছিল স্কুলে যাবার সময়। মহা মুস্কিলে পড়েচি—সামনেররবিবার কৃষ্ণনগরের এক সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করতে হবে, পা মচ্‌কাবার আগে থেকে কথা দিয়েছিলাম।

বর্ষা তেমন নেই এখানে। অল্পস্বল্প বৃষ্টি হয়। বর্ষার সেই কালো কাজল রূপ বাঁশবনেরমাথায় জমে ওঠা পুঞ্জীভূত মেঘের সমরোহ এবার কই? তারাশঙ্কর দুটো ফুলের বীজ দিয়েছিল, জলের অভাবে চারা বেরুলো না। ধানের অবস্থা খুব খারাপ এবার।

আপনার ‘বেনাগড়িয়ায় কয়েকদিন’ গল্পটি আমি সুমথবাবুর কাছে দিয়ে এসেচি। ভেবেছিলাম কিন্তু এখন দেখছি সেটি আমার একটা ফাইলের মধ্যে রয়েচে। পা সেরে উঠলে কলকাতায় গিয়ে দিয়ে আসবো।

আশা করি ভাল আছেন। আপনাদের ওখানে যাওয়ার কথা সব সময়েই মনে হয়, কালীপূজার সময় যাওয়া হয়ে উঠবে না। এবার পূজার পর পশ্চিম ভ্রমণে বার হওয়ার ইচ্ছা আছে। বসন্তকালে শিমুল ও পলাশ ফুলের শোভা দেখতে আপনার বাড়িতে যাওয়ার আমার বড় ইচ্ছে। দেখি কতদূর কৃতকার্য হই এবিষয়ে। আপনার অনুভূতিপ্রধান গল্পগুলি আমার বড় ভালো লেগেছে। আজকাল কেউ ও ভাবের গল্প লেখে না। আপনি ঐ ধরনের গল্প লিখতে থাকুন—আমি কথাসাহিত্যে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করবো।

‘প্রভাতী’তে ‘ইছামতী’র সমালোচনা কে লিখেছে জানেন? আমি ‘প্রভাতী’পাইনি।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনার মত বন্ধু আমার ক’জন আছে? খাঁটিজিনিস সব সময়েই দুর্লভ।*

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* এরপরে একটা হিজিবিজি দাগ, তার নিচে তীর চিহ্ন দিয়ে বিভূতিবাবু মন্তব্যকরেছেন—‘বাবলুর হিজিবিজি’।

(৩২)

বারাকপুর

৩০/৮/৫০

প্রীতিভাজনেষু,

আজ প্রায় দিন ১৫ হোল বুকে একটা ফোড়া হয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছিলুম। সম্প্রতিসেরেচে। বাবলু ও বাবলুর মা এখানে নেই। ওরা অনেকদিন হোল বারাকপুরেগিয়েচে। ২৯শে ভাদ্র আমার জন্মোৎসব হবে দু জায়গায়। ঘাটশিলায় ও কলকাতায়। তার আগে আমি ওদের নিয়ে ঘাটশিলায় যাবো। আপনি C/o N. Banerjee, Ghatsila, B. B. Rly. ঠিকানায় লেখাটা পাঠিয়ে দেবেন। সজনীর ও আমার joint জন্মদিন করবে বাণী রায় তার বাড়িতে। কিন্তু আমার ফোড়ারজন্যে তাদের উৎসাহ দিইনি। আগামীকাল একটা মিটিং আছে কলকাতায়। দেখি কি হয়। এখানে বর্ষা নেমেছে অতিরিক্ত। অপূর্ব বর্ষার শোভা হয়েচে বনে বনান্তরে। বনকলসীফুলে ঝোপের মাথা ঢেকেছে। মাকাল ফল পেকে টুকটুক করচে সাঁইবাবলা গাছের মাথায়। কত কিপাখি বনবিহঙ্গের কাকলি দুপুরে ঘন বনানিকুঞ্জে। কি আনন্দ যে পাই এ সব দেখে, তিনিই জানেন যিনি এইসব অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি করেচেন। বন্ধুবর, আপনার মত কেউ এতব্যস্ত হয়ে আমার খোঁজ নেয় না। আপনি আমার আপনার জন। হয়তো চিঠি দিতে দেরীহয়ে যায়, সেজন্য বন্ধু বলে ক্ষমা করবেন। ওরা সব ভালো আছে। চিঠি পেয়েছি বাবলুর হাতের বাবলুর ভাষায়, যার নমুনা আপনিও দেখেছেন—ওর মা ভাষ্য না করলে অবিশ্যি ওর চিঠি কিছু দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। আপনার ‘চন্দন গড়িয়ায় দিন পনেরো’ লেখাটি কথাসাহিত্য আফিসে দেওয়া হয়নি এখন আমার কাছেই আছে। এবার কলকাতায় গিয়ে দেবো। আপনাদের দেশের সেই বিয়ে-পাগলা বুড়োর বিয়েরকি হোল লিখবেন তো। কোনো পাকিস্তানী মেয়েকে সে বিয়ে করবে? অনেক আছে।সম্প্রতি পুজোর গল্প লিখতে বড় ব্যস্ত আছি।

আমার প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুন এবং বৌঠাকরুণকে জানাবেন। খোকাকে সস্নেহআশীর্বাদ দেবেন। এরপর কোনো চিঠি দেবেন না—যতদিন না আমার চিঠি পান। আমিপ্রথমে সেখানে গিয়ে আপনাকে চিঠি দেবো। এবার ধান এ দেশে ভাল হয়েচে। চালেরদাম ২৷৷০ টাকা কাঠা, ৪০ টাকা মণ। সব জিনিসের দাম বেশি। অনেকে একবেলাখাচ্ছে। বড় দুর্বৎসর এবার। ইতি

আপনার গুণমুগ্ধ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পুনঃ] 'প্রভাতী'তে আপনার গল্পটি এবার পড়লাম। নতুন টেক্‌নিকের গল্প। মাণিকবাবু পত্র দিয়েচেন লেখার জন্যে।

(৩৩)

বিভূতিভূষণের শেষ চিঠি

ঘাটশিলা।

১১/১০/৫০

বন্ধুবরেষু,

আপনার ও শ্রীমতী অনুপমা দেবীর প্রশস্তি আমাকে নিতান্তই লজ্জা দিয়েচে।মহাজনের ভাষায় 'অধম কাকেরে কৈলে গরুড় সমান।' আমি কি ঐসব কথারউপযুক্ত? তবে আপনারা ভালবাসেন ও স্নেহ করেন, ভালবাসার চোখে সবই ভালো।আরো অনেকে নানা জায়গা থেকে বাণী ও শুভেচ্ছা ও কবিতা ইত্যাদি পাঠিয়েচেন— সে সব আপনাকে দেখাবো। দেখি, কবে আপনার সঙ্গে দেখা সম্ভব হয়। সংবাদপত্রেনিশ্চয়ই আমার জন্মদিন অনুষ্ঠানের কথা দেখে থাকবেন, ওটা পূর্বাচল পরিষদের উদ্যোগে হয়েছিল বালিগঞ্জে। ঘাটশিলায় হবে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন রাজবাড়িতেঅথবা হাইস্কুলের হলে। অনুপমা দেবীকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাবেন। লেখা দুটি এর মধ্যে স্থানীয় সাহিত্য সভায় পঠিত হয়েচে।

লক্ষ্মীপূজার পর কাশীধামে যাবার নিমন্ত্রণ এসেচে—সস্ত্রীক যাবো। বন্ধুবর, জীবনের আসল জিনিস হোল সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে সেই অসীম বিশ্বশিল্পীকে খুঁজেপাওয়া—তাঁকে বোঝা। একথা আপনিস্বীকার করেন তো?

আপনি ও বৌঠাকরুণ আমাদের দুজনের শুভেচ্ছা ও প্রীতি গ্রহণ করুন। খোকাকেশুভাশীর্বাদ জানাবেন। বাবলু ভাল আছে।

প্রীতিবদ্ধ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়